দৈনিক বাংলা

তারিখ ... ২৭।১১।৮২ ...
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ১ ...

060

পরীক্ষাকেন্দ্র বাতিল

পরীক্ষাকেন্দ্র নিয়ে মাঝে মাঝে সংবাদপত্রে খবর প্রকাশিত হয়। অধুনা পরীক্ষাকেন্দ্র বাতিল সংক্রান্ত খবর প্রায়ই চোখে পড়ে। এই বাতিল নিয়ে কিছু কিছু বাদানুবাদ হয়। কখনো পরীক্ষাকেন্দ্র পুনর্বহাল হয়। আবার কখনো বাতিলের সিদ্ধান্তই বহাল থাকে। আর মাঝখান থেকে অসুবিধা হয়, ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবকদের। এই ঘটনা চলছে দীর্ঘদিন ধরে। এবং এর একটা পটভূমিও আছে।

দেশ স্বাধীন হওয়ার পর হঠাৎ করে বিভিন্ন এলাকায় অসংখ্য কলেজ স্থাপিত হতে থাকে। ১৯৭২-৭৩ সালের দিকে একটি বিশেষ পরিবেশে হাজার হাজার ছাত্র এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়। ফলে এই নতুন স্থাপিত কলেজগুলিতে ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। এবং বিভিন্ন কলেজে পরীক্ষাকেন্দ্র স্থাপিত হয়।

পরবর্তীকালে অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। বোর্ড ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় পাসের হার কমতে থাকে। নতুন কলেজগুলিতে ছাত্রসংখ্যা হ্রাস পেতে থাকে। আর পরীক্ষাকেন্দ্রগুলি হয়ে দাঁড়ায় অসাধু উপায়ে পরীক্ষা পাসের কেন্দ্র হিসাবে। এক সময় লক্ষ্য করা যায় যে যে সকল কলেজে পরীক্ষাকেন্দ্র আছে সেই সকল কলেজেই বেশীসংখ্যক ছাত্র ভর্তি হয়। সেই সব কলেজের পরীক্ষায় পাসের হারও অন্যান্য কলেজের তুলনায় বেশী। ফলে বিভিন্ন কলেজের পক্ষ থেকে পরীক্ষাকেন্দ্র স্থাপনের দেন-দরবার শুরু হয়। এই পটভূমিতে পরীক্ষাকেন্দ্র নিয়ে নতুন করে চিন্তাভাবনা শুরু হয়। এবং আকস্মিকভাবে অসংখ্য পরীক্ষাকেন্দ্র বাতিল করে দেয়া হয়। সে প্রক্রিয়া এখনও চলছে।

এই প্রক্রিয়া নিয়ে আমাদের এই মুহূর্তে কিছু বলার নেই। আমাদের কথা হচ্ছে, পরীক্ষাকেন্দ্র বাতিল করার আগে কতকগুলি সুযোগ-সুবিধার দিকে নজর দেয়া উচিত। এবং সে সুযোগ-সুবিধা নিঃসন্দেহে ছাত্রছাত্রী এবং অভিভাবক-অভিভাবিকাদের। এবং শুধুমাত্র অসাধু উপায় অবলম্বনের অভিযোগে পরীক্ষাকেন্দ্র বাতিল করা সঠিক কিনা তা বিবেচনা করা প্রয়োজন। কারণ একটি বিশেষ পরিস্থিতিতেই পরীক্ষাকেন্দ্র স্থাপিত হয়। এবং পরীক্ষাকেন্দ্র স্থাপনের পূর্বেই অর্থনৈতিক প্রশ্নটি বিশেষভাবে বিবেচনা করা হয়। মুখ্যত ছাত্রছাত্রীদের আর্থিক দিকটিও বিবেচনা করা হয়। এবং সে ক্ষেত্রে পরীক্ষাকেন্দ্র বাতিল না করে অসাধু উপায় অবলম্বনের প্রবণতা প্রতিরোধ করাই কি কাম্য নয়?

এর পরেও যদি সিদ্ধান্ত নেয়া হয় যে পরীক্ষাকেন্দ্র বাতিল করা হবে তাহলেও সময়ের প্রশ্নটি নিঃসন্দেহে বিচার্য। হঠাৎ করে নির্দেশ দিয়ে পরীক্ষাকেন্দ্র বাতিল করা সহজ। কিন্তু এর ফলে সৃষ্ট ছাত্রছাত্রীদের অর্থনৈতিক অসুবিধা দূর করা খুব সহজ নয়। তাই কোন পরীক্ষাকেন্দ্র বাতিল করতে হলে দীর্ঘদিন পূর্বে এব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়া প্রয়োজন। এবং এ সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন হওয়া উচিত সময়সাপেক্ষ। আমাদের বক্তব্য হচ্ছে, কোন পক্ষের একতরফা আকস্মিক সিদ্ধান্ত যেন ছাত্রছাত্রীদের পড়াশুনায় ব্যাঘাত না ঘটায়। তাদের অভিভাবকদের যেন অসুবিধায় না ফেলে। ইতিমধ্যে খবরের কাগজে এধরনের কিছু খবর প্রকাশিত হয়েছে। আমরা আশা করব সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ এধরনের সিদ্ধান্তের পুনর্বিবেচনা করবেন।